তারিখ ... 03 DEC 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৫ ...

দৈনিক খবর 96

আরিফের হত্যার ঘটনা লজ্জাকর : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সহিংস ঘটনায় আরিফ আহমেদের মত একজন নিরীহ ও মেধাবী ছাত্রের হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক।

রাষ্ট্রপতি এ ঘটনাকে লজ্জাজনক বলে বর্ণনা করে বলেন, জাতি আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন নিয়ে আর খেলতে দিতে পারে না।

বাসস জানায়, রাষ্ট্রপতি গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে নিয়মিত মাসিক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনার জন্য রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলো দায়ী যারা ছাত্রদের রাজনীতিতে টানা-হেঁচড়া করছে।

রাষ্ট্রপতি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধীদলগুলোর প্রতি বার বার আহবান জানানো সত্ত্বেও তারা ছাত্র রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখেনি।

জাতীয় পার্টির ছাত্র ফ্রন্ট বিলুপ্ত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে তাঁর সরকার ও জাতীয় পার্টির অভিপ্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন যে, সকল

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

আরিফের হত্যার ঘটনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে জাতি এ সমস্যার উত্তরণে সক্ষম হবে। তিনি আশা করেন যে, এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামও বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এ এইচ এফ কে সাদিক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলী আহসান এবং ইউজিসি'র সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলায় শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে নতুন ক্যাম্পাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী শিক্ষা বছর যাতে সেখানে শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কাটিয়ে উঠতে গৃহীত প্রচেষ্টা সম্পর্কেও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শিক্ষামন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বৈঠকে দেশের বর্তমান আইন শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং এই বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য ইউজিসি'র অধ্যাপক এম এ বারীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।